ইত্তেফাক

পৃষ্ঠা – ৫ – কলাম ৩

শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দে বৈষম্য রয়েছে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

দেশের শহর ও গ্রামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিরাজ করছে। শিক্ষার ওপর প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীর জন্য মাথাপিছু বার্ষিক সরকারি বরাদ্দ খুবই কম। এছাড়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সরকারি বরাদ্দের প্রায় পুরোটাই শিক্ষক কর্মচারির বেতন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের পেছনে খরচ করা হয়। অথচ শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টিতে ব্যয়ের পরিমাণ খুবই কম। ফলে শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি যেমন ঘটছে না, তেমনি শিক্ষা উপকরণের মানোন্নয়নও ঘটছে না। এ কারণে অভিভাবকরা সন্তানদের কোচিং সেন্টারে পাঠাবে কিন্তু দরিদ্র অভিভাবকরা সেটা করতে পারছে না। এসব কারণে যারা প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় তাদের বেশির ভাগ ৫ম শ্রেণী পাস করার আগে ঝরে পড়ে। আগে মাধ্যমিক পাস করার আগে চার ভাগের তিন ভাগই ঝরে পড়ে। রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ ব্যবস্থায় পুনর্বিন্যাস, সরকারি বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার সুপারিশ করার হয়েছে এ অভিযানের উদ্যোগে আয়োজিত এশিয়া সউথ প্যাসিফিক এডুকেশন ওয়াচ রিপোর্টের প্রকাশনা উৎসবে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

এশিয়া সাউথ প্যাসিফিক এডুকেশন ওয়াচের রিপোর্ট প্রকাশ

এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, দেশের ৫৯টি চরাঞ্চলে সরকারি পর্যায়ের কোন বিদ্যালয়ই নেই। সেই সঙ্গে দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে বহু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এবারের বাজেট প্রণয়নে এসব বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হবে। এ প্রসঙ্গে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা এবং এডুকেশন ওয়াচ উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারপার্সন কাজী ফজলুর রহমান বলেন, গত ২০ থেকে ২৫ বছরে বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ যেমন বেড়েছে তেমনি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। কিন্তু গুণগত মান বাড়েনি। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ১০টি দেশের প্রতিনিধিরা রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণস্বাক্ষরতা অভিযানের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মুহাম্মদ আজিজুল হক, গণস্বাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তাসনিম আতহার, ইউনেস্কো বাংলাদেশের পরিচালক ও প্রতিনিধি ম্যালকম ম্যালিসা, এ এস পিবিএই'র সদস্য কাজী রফিকুল আলম, এডুকেশন লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপের চেয়ারপার্সন থিও